SEM-1.................CLASS-2

**FACTORS AFFECTING HUMAN DEVELOPMENT**

হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের কারখানাগুলি মানব বিকাশ একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে একটি ধারণা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবের সমস্ত দিকের পরিবর্তন ঘটে। এটি প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠা একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। তবে এটি লক্ষ করা যায় যে সমস্ত শিশু একই ধরণে বৃদ্ধি পায় না। কিছু বাচ্চার শারীরিক বৃদ্ধি অন্যের তুলনায় আগে ঘটে, কিছু আবার শারীরিকভাবে অন্যের চেয়ে শক্তিশালী, কিছু অন্যের চেয়ে লম্বা হয় ইত্যাদি। যতক্ষণ না মানসিক বিকাশের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় তবে কিছু বাচ্চার অন্যের চেয়ে জ্ঞানীয় ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, যুক্তি, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি রয়েছে। সমস্ত শিশুদেরও একই ধরণের বুদ্ধি নেই। কারও কারও কাছে আরও বেশি বাদ্যযন্ত্র থাকে, অন্যের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি থাকে, অন্যের ভাষাগত দক্ষতা ইত্যাদি থাকে etc. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নীচে গণনা করা হয়েছে:

 1) বংশগত কারণসমূহ: - বংশগতি মানব বিকাশের উপর প্রভাব ফেলে। শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে জেনেটিক সম্পদ বহন করে। এটি জেনেটিক্যালি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্রমণিত। উচ্চতা, ওজন, চোখের রঙ ইত্যাদির মতো শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সহজাতভাবে নির্ধারিত এবং বংশগত হয়। জেনেটিক কোড মস্তিষ্ক এবং দেহ বৃদ্ধি পায় এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য চেহারা এবং আচরণে প্রকাশিত হয় সেই বেস সরবরাহ করে।

 2) পরিবেশগত উপাদান: - মানুষের বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল পরিবেশ যেখানে কোনও ব্যক্তি বাস করে। শিশু তার পরিবেশে বাঁচে এবং বেড়ে ওঠে। পরিবেশ বিস্তৃত উদ্দীপনা নিয়ে গঠিত এবং এটি সন্তানের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং পরীক্ষামূলক বেস সরবরাহ করে। পরিবেশকে সমৃদ্ধ করা বা দরিদ্রতা তার দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও শিশু জিন সংক্রমণের মাধ্যমে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে সংগীতের প্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকতে পারে, তবে যদি তিনি তার সহজাত দক্ষতা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ এবং সমর্থন না পান তবে তিনি সঙ্গীত ক্ষেত্রে উচ্চতর হতে পারেন না।

 3) হোম পরিবেশ: - বাড়ির পরিবেশটি বাইরের বিশ্বের শিশুদের বোঝার উপর প্রচুর প্রভাব ফেলে। এটি স্ব-ধারণা তৈরি করে এবং বাহ্যিক বিশ্বের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত করে। শিশু বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করে। তার বিকাশের প্রাথমিক বছরগুলিতে, সন্তানের আচরণগুলি ঘরের পরিবেশ দ্বারা সংশোধিত হয়। পরিবারের পরিবেশ শিশুর পক্ষে সহায়ক বা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যদি এটি সহায়ক, উষ্ণ এবং সুরেলা পরিবেশ হয় তবে শিশুটির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। অসমর্থিত এবং চাপমুক্ত বাড়ির পরিবেশে, ভাঙা পরিবার বা পরিবারে পিতামাতার যত্ন নেওয়ার কারণে শিশুরা ক্ষতিকারক ব্যক্তি হিসাবে বিকশিত হতে পারে।

৪) সাংস্কৃতিক কারণ: - সংস্কৃতি এমন এক বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধকে বোঝায় যা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সংক্রমণিত হয়। এটি অতীত মানুষের আচরণের একটি পণ্য এবং এটি ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষারও একটি ক্ষুদ্র। সন্তানের বিকাশ পরিবার পাশাপাশি সমাজ দ্বারাও প্রভাবিত হয়। শিশু সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে অভ্যাস, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা এবং বিচারের মান শিখতে পারে। শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলি সমাজের সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং traditionsতিহ্য অনুসারে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, কাউকে অভিবাদন জানানো একটি পরিচিত অভিজ্ঞতা তবে আচরণগত অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে আলাদা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে, লোকেরা নমস্কার করে, হাত গুটিয়ে বা পায়ের কাছে শুইয়ে দিয়ে অন্যদের শুভেচ্ছা জানায় তবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে, লোকেরা হ্যান্ডশেক বা চুম্বন করে বা হ্যালো বলে শুভেচ্ছা জানায় etc.

 5) আর্থসামাজিক অবস্থা (এসইএস): - আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানব বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সূচকটি পিতামাতার শিক্ষা, পেশা এবং আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। নিম্ন-আর্থ-সামাজিক অবস্থানের শিশুরা পুষ্ট-পোষ্ট হিসাবে বিকাশ লাভ করতে পারে, অনেক দিক থেকে জ্ঞানের অভাবে ভুগতে পারে এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। উচ্চ আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবারগুলিতে অভিভাবকত্ব নিম্ন-আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবারগুলির থেকে পৃথক হবে। সমাজের উচ্চ আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর শিশুরা আরও ভাল সামাজিক সুযোগ পান, উন্নত পুষ্টি, ভাল চিকিত্সা দ্বারা উন্নত হন এবং নিম্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি বৌদ্ধিক উদ্দীপনা প্রকাশিত হয়। )) প্রাকৃতিক প্রভাব: - কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রভাবগুলি একইভাবে ঘটে। এই প্রভাবগুলি জৈবিক বা পরিবেশগত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জৈবিক ঘটনাগুলির মতো যৌন পরিপক্কতা বা বার্ধক্যের অবনতি। পরিবেশগত ইভেন্টগুলি, যেমন বয়সে প্রায় y বছর স্কুলে প্রবেশ করা, পিতৃত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের উপর একই প্রভাব থাকে। একই বয়সের বেশিরভাগ মানুষ একই জায়গায় এবং সময় ও প্রজন্মের বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো সাধারণ জৈবিক এবং পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে। অ-আদর্শিক প্রভাবগুলির মধ্যে ব্যক্তির জীবনে অস্বাভাবিক জীবনের ঘটনাগুলি অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, শিশু যখন ছোট থাকে তখন পিতামাতার মৃত্যু বা জন্মগত ত্রুটি ইত্যাদি

6) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: - প্রতিটি শিশু নির্দিষ্ট যোগ্যতায় সজ্জিত থাকে যা যথাযথ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লালন করা দরকার। অতএব, প্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি দক্ষতা সনাক্তকরণ এবং সনাক্ত করা সন্তানের এবং পরবর্তী পদক্ষেপটি হ'ল একই বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা। যদি যোগ্যতার যথাযথ সনাক্তকরণ সম্ভব না হয় এবং সন্তানের পক্ষে পর্যাপ্ত সুবিধা না পাওয়া যায় তবে তার সহজাত দক্ষতা বিকাশিত হতে পারে না। সুতরাং, পর্যাপ্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ মানুষের বিকাশের উপর প্রভাব ফেলে।